ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক সংবাদ
8 JAN 1987
পৃষ্ঠা 6

021

প্রসঙ্গঃ বইপড়া

তানভীর মোকাম্মেল

শহরের মধ্যবিত্ত পাড়ায় বাস। জানালা দিয়ে রাস্তায় হেঁটে যাওয়া কিশোরদের হাতে দেখি উঁকি দেয় কিছু। ও বয়সে আমাদের হাতেও থাকত কিছু। বন্ধুর বাড়ীতে আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে। মোহন বা ব্লেকের বই। এ কালের কিশোর-কিশোরীদের হাতে বই থাকে না, থাকে—ভিডিও ক্যাসেট। বিষয়টা প্রযুক্তির সহজাত উন্নতি হিশেবে সাগ্রহেই মেনে নিতে পারতুম কিন্তু যখন দেখি ওরা বঙ্কিমকে জানে না, শরৎচন্দ্র ওদের টানে না, ইন্দ্রনাথকে চেনে না, বিজয়া-নরেনের রোমান্টিক আখ্যান ভেবে আপ্লুত হয় না, তখন মনে হয় কোথায় যেন একটা ফাঁকি থেকে যাচ্ছে।

মনে পড়ে বছর কয়েক আগে মস্কোর মাটির নীচের ট্রেনে হঠাৎ সচেতন হয়ে দেখলুম লম্বা ট্রেনের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত সবার হাতে বই। নিবিষ্ট মনে পড়ছে। যেন চলন্ত ট্রেন নয়, এটা একটা পাঠাগার। এক হাতে শিশু নাতনী, আর এক হাতে বই ধরে পড়ছেন এক বৃদ্ধা। নাতনীটির হাতেও ছবি-ওয়ালা এক বই। কিবাশ্চর্যম! ট্রেনের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়ানো বৃষস্কন্ধ এক পুলিশ, তার হাতেও বই। পুলিশেও বই পড়ে। বানরে সঙ্গীত গায়, শিলা জলে ভাসি যায়-রে, না দেখিলেও হোত না প্রত্যয়। অত দূরে যাবার দরকার কি? বাড়ীর পাশের আরশীনগর পশ্চিমবঙ্গের কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় কিছুটা ঘোরাফেরা করলেই একজন বুঝবেন বই নামক জিনিসটার আকর্ষণ ও চাহিদা সমাজে কত ব্যাপকই না ছড়ানো। আমাদের সমস্যাটা বেশ গভীরে। দেশের ছয় কোটি মানুষেরই কোনো অক্ষর জ্ঞান নেই। আরো বিপদের কথা, শিক্ষা বিভাগ জানাচ্ছে, অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষের সংখ্যা ফি বছর নাকি বাড়ছে—প্রতিবছর সত্তর বা আশি লাখ!

আর আমরা যারা অক্ষর [illegible] হতে পারে?

সবাই একমত হবেন যে দেশে পাঠমনস্কতা কমছে। অতীতে একখানা-বই-ই-যথেষ্ট'। ড্রইংরুম বিলাসিনীদের ঘরেও একটা বইয়ের আলমারী বা নিদেনপক্ষে একটা র‍্যাক থাকত এখন সে জায়গাটা ছেড়ে দিতে হয়েছে সদ্য কেনা কোনো ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রের কাছে। পাঠমনস্কতা যে হারে কমছে প্রায় সেই আনুপাতিক হারেই বাড়ছে—ফিলিস্টাইনিজম। শহরের খুব কম পাড়াতেই পাঠাগার আছে, কিন্তু প্রায় প্রতি পাড়াতেই আছে, অনেকক্ষেত্রে একাধিক—ভিডিও লাইব্রেরী। বার বার ভিডিওর কথা তুললে কেউ বলবেন যে, আরো অনেকের মত আমিও ভিডিও-ফোবিয়া আক্রান্ত কিনা। প্রযুক্তির এই সর্বশেষ অবদানটির বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলার নেই। সেই পুরনো যুক্তিও আমি তুলছি না ছুরি সার্জনের অপারেশনের কাজে লাগে, দুর্বৃত্তের হাতে পড়লে মানুষের বিপদ ঘটে। বরং এটাই বলব যে অডিও ভিস্যুয়াল শিল্প মাধ্যমের এই যুগে ভিডিও ব্যাপক মানুষের কাছে কোনো তথ্য বা তত্ত্ব পৌঁছানোর খুবই কার্যকর এক মাধ্যম হতে পারে। কিন্তু যখন বই পড়ার বিকল্প হিসেবে তা উপস্থিত হয়, তখন বিষয়টিকে কিভাবে দেখা? একই প্রশ্ন টেলিভিশন সম্পর্কেও। যখন দেখি মার্কিন কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা শিক্ষা দপ্তরকে সাফ জানিয়েছেন যে, এখন থেকে শিশুদের জন্যে সিলেবাস করতে হলে টেলিভিশনকেও হিসেবের মধ্যে নিতে হবে। কারণ একজন শিশু স্কুলে যে কয়ঘন্টা থাকে, তার চেয়ে অনেক বেশী সময় থাকে টেলিভিশনের সামনে। আমাদের দেশের পাঠক্রম প্রণেতাদেরও বোধ হয় বিষয়টি ভাবার সময় এল।

কথাটা বেকনের। কিছু বই আছে চেড়েচেড়ে দেখতে [illegible] কিছু বই আছে আগাগোড়া পড়তে [illegible] কিন্তু যদি ঘটে সেটা পাঠকসমাজের মৃত্যু। বই আর সাধারণ পাঠকের দূরত্ব বাড়ছে। বই ক্রমশই যেন হয়ে উঠছে কিছু বিশেষজ্ঞের, গ্রামসি যা দের বলতেন ট্রাডিশনাল বুদ্ধিজীবী, তাদের পঠন-পাঠনের বিষয়। কিম্বা রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত সব কিছু পণ্ড হওয়া পণ্ডিত বিশেষজ্ঞদের গবেষণার উপাদান?

এতটা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন দেখি না। বরং প্রতিবছরই তো দেখছি বাংলা একাডেমীর ফেব্রুয়ারী বইমেলা আকারে ও বৈভবে বাড়ছে। এমনকি জেলা শহরগুলোতেও সীমিত আকারে চলছে পুস্তক প্রদর্শনী। রিপোর্ট—বইয়ের কাটতি ভাল। এটা ঠিকই যে, অপসংস্কৃতির হাজারো বেনোজল ঘুণপোকার মত কেটে চলেছে আমাদের মূল্যবোধ ও চেতনার খুঁটিগুলি, তবুও এই সর্বগ্রাসী রুচির দুর্ভিক্ষের মাঝেও উঁচুমানের প্রচুর বই প্রকাশ করে চলেছেন বাংলা একাডেমী (যদি বই বিপণনের ব্যাপারে একাডেমীর উদ্যোগে ঘাটতি আছে এমন অনুযোগ অনেক লেখক করে থাকেন), রয়েছে ইউনিভার্সিটি প্রেস, জাতীয় সাহিত্য, সন্ধানী, নওরোজ এবং বাংলা বাজারের ছোট-বড় অসংখ্য প্রকাশনালয় যারা রুচিশীল বই প্রকাশে তৎপর। রয়েছে মুক্তধারার পনেরো বছরের সাবলীল পেশাদারিত্ব, যে সংস্থার বইয়ের সংখ্যা হাজারের ওপর।

তাই বলছিলাম আমরা যারা বইয়ের পোকা, সময় অসময়ে বই পাড়ায় ঘোরাঘুরি করি, [illegible]